# খবরে প্রতিবাদ

www.khabarepratibad.com

Khabare Pratibad ● Agartala ● 3 rd Year ● Issue - 86 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 10 April, 2026 ● ২৬ চৈত্র, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোনঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মুল্যঃ ৩টাকা ● Page 4

## তিপ্রা মথা নয় তিপ্রা মিথ্যা পার্টি - কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

**খবরে প্রতিবাদ, ৯ এপ্রিল ।।** মাথা ঠিক নেই মথার। যখন যা মনে আসছে তাই বলে বেড়াচ্ছেন সুপ্রিমো। তাই তিপ্রা মথা পার্টি নয়, তিপ্রা মিথ্যা পার্টি বলে নতুন নাম দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাহাড়ের রাজনৈতিক আবহ ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। মথা বনাম বিজেপির যুদ্ধে জেরবার অবস্থা। তার মাঝেই উস্কানিমূলক বক্তব্য জারি রেখে দিনের পর দিন তিপ্রাসাদের মাঝে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে নিয়ে বিষ ধালছেন তাদেরই সুপ্রিমো। জিনি এক সময় মুখ্যমন্ত্রী কেই তিপ্রা মথা দল গঠনের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব পালিয়ে দিতে মরিয়া ছিলেন আজ পাহাড়ে ভোট আদায় করতে তাঁকে নিয়েই একের পর এক কটাক্ষ। তাই এবার পাল্টা জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। উনি বলেন , এখন আর থিয়েটারে যাত্রা পালা দেখার প্রয়োজন নেই। কারণ তিপ্রা মথা দল এবং এই দলের কিছু লোক নিজেরাই ভোট প্রচারের নামে মাঠেময়দানে গিয়ে যাত্রা পালা করে বেড়াচ্ছেন। মিথ্যাচার ও মিথ্যে প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নেই তার ভাষণে। যে মুখ্যমন্ত্রী একজন অভিভাবপক তাঁকে নিয়ে যা নই তাই বলছেন। এর পেছনে আসল রহস্য কি , তা কিন্তু মানুষ বুঝে গেছে। সুতরাং এই ফাদে যে তিপ্রাসা রা আর পা দেবে না সেটাও স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। কখনো পুইলা জাতি, কখনো গ্রেটার তিপ্রা ল্যান্ড, কখনো ওয়ান লাস্ত ফাইট — এই সবই সেই যাত্রা পালয়ার অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে জনগন এর শেষ জবাব দেবে পদ্ম চিহ্নে বোতাম টিপে এমনি বার্তা মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহার।

## কিল্লায় বিজেপি কর্মী বিথেশ জমাতিয়ার ওপর হামলার অভিযোগ!

**খবরে প্রতিবাদ, ৯ এপ্রিল ।।** *আবারও রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগে উত্তপ্ত কিল্লা এলাকা। বিজেপি কর্মী বিথেশ জমাতিয়ার উপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বর্তমানে তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় আগরতলার জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহত বিথেশ জমাতিয়া জানান, তিনি স্বাভাবিকভাবে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই তার ওপর অতর্কিত হামলা চালানো হয়। অভিযোগ, তিপ্রা মাথা দলের কয়েকজন কর্মী তাকে লক্ষ্য করে লাঠি দিয়ে আঘাত করে এবং কিল-ঘুষি মারতে থাকে। ঘটনায় তার চোখের নিচে ও মুখে গুরুতর আঘাত লাগে। হাসপাতালের শয্যা থেকে তিনি আরও দাবি করেন, হামলাকারীরা তার পরিচিত স্থানীয় ব্যক্তি এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনের নামও তিনি উল্লেখ করেছেন। যদিও ভিডিওর অডিও স্পষ্ট না হওয়ায় নির্দিষ্টভাবে নামগুলি শোনা যায়নি। হামলার পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ তিনি জানাতে না পারলেও এটিকে পরিকল্পিত ও অতর্কিত আক্রমণ বলেই দাবি করেন। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, আহত অবস্থায় তিনি বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছেন এবং চিকিৎসকরা তার আঘাত পরীক্ষা করছেন। কথা বলতেও তাকে কষ্ট পেতে দেখা গেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। তবে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং দোষীদের শনাক্ত করতে চেষ্টা চালাচ্ছে।*

## ধর্মনগর উপনির্বাচন কভারেজে গিয়ে হুমকির মুখে সাংবাদিক

**খবরে প্রতিবাদ, ৯ এপ্রিল ।।** শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে ৫৬ নম্বর ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচন সম্পন্ন করার আশ্বাস দিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক। তবে বাস্তবে সেই চিত্রের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখা গেল ভোটের দিন। বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা, বিশেষ করে চণ্ডীপুর অঞ্চলে বুথের সামনে বিশৃঙ্খলার অভিযোগ ওঠে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোটগ্রহণ চলাকালীন কিছু দুস্কৃতী বুথের সামনে জড়ো হয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তোলে। অভিযোগ, তাদের একাংশ শাসকদল বিজেপির সমর্থক। তারা ভোটারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানোর পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের কাজেও বাধা সৃষ্টি করে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকরা জানান, পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতেই তাঁদের হুমকির মুখে পড়তে হয়। কয়েকজন সাংবাদিককে ধাক্কা দিয়ে সরানোর চেষ্টাও করা হয় বলে অভিযোগ। তবে সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের মুখে শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হয় অভিযুক্তরা।

খবরে প্রতিবাদ এর সাংবাদিক সরাসরি জানিয়েছেন, "আমরা তখন চণ্ডীপুর এলাকায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিছুক্ষণ আগেই বিজেপি মনোনীত প্রার্থী জয়ন্ত চক্রবর্তীর প্রতিক্রিয়া নিয়েছিলাম বুথের ভেতরে। পরে কংগ্রেস প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্য বুথ থেকে বেরিয়ে এলে তাঁর বাইট নেওয়ার সময় হঠাৎই কিছু দুষ্কৃতী এসে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করে। সংবাদমাধ্যমকেও তারা লক্ষ্যবস্তু বানায়।" ঘটনায় একজন মহিলা ও একজন পুরুষ দুষ্কৃতীর সক্রিয় ভূমিকা ছিল বলেও জানা গেছে। স্থানীয়দের মতে, এদিন বিশৃঙ্খলায় মহিলাদের অংশগ্রহণও চোখে পড়ার মতো ছিল। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, গোটা ঘটনার সময় পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। অভিযোগ, ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত থাকলেও তারা কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে এমন ঘটনার জেরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক মহল। শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণের প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তবায়িত হল, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

## এডিসি নির্বাচন কে ঘিরে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা কায়েম কল্যানপুরে

**খবরে প্রতিবাদ, ৯ এপ্রিল ।।** আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনী। নির্বাচনের দিনক্ষণ যত এগিয়ে আসছে, ততই নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে গোটা এলাকা। বৃহস্পতিবারও কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকা ও এডিসি ভিজেল এলাকায় পুলিশের এক বিশাল বাহিনী বিশেষ টহলদারি ও রুট মার্চ চালায়। এদিনের অভিযানে মূল নেতৃত্বে ছিলেন কল্যাণপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) ইন্সপেক্টর আশিস সরকার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাব-ইন্সপেক্টর দিব্যজ্যোতি মজুমদার, সাব-ইন্সপেক্টর অঞ্জন দেববর্মা সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। শুধু রাজ্য পুলিশই নয়, নিরাপত্তার স্তরে কোনো খামতি না রাখতে এই অভিযানে শামিল করা হয় টিএসআর বাহিনী এবং আসাম রাইফেলসের জওয়ানদেরও। টহলদারি চলাকালীন পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ ভোটারদের নির্ভয়ে এবং নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আহ্বান জানানো হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ প্রতিটি কোণায় সজাগ দৃষ্টি রাখছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি তেলিয়ামুড়া মহকুমার মেরেংবাজার সংলগ্ন এলাকায় ঘটে যাওয়া গুলিকাণ্ড ও গেনেট কাণ্ডের ঘটনার পর থেকেই পুলিশ প্রশাসন বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যেকোনো ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে নড়েচড়ে বসেছে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, তার জন্যই প্রতিদিনের এই বিশেষ টহলদারি ও তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রাখা হয়েছে। নির্বাচন পর্যন্ত এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এলাকাকে অপরাধমুক্ত রাখা এবং সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখাই এখন প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য।

## শান্তিপূর্ণ নির্বাচন ও সুশাসনের প্রশংসা বিজেপি প্রার্থীর মুখে

**খবরে প্রতিবাদ, ৯ এপ্রিল ।।** ধর্মনগর উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণের দিন নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন বিজেপি মনোনীত প্রার্থী জহর চক্রবর্তী। ভোট দেওয়ার পর তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া ও সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় বর্তমানে সুশাসনের পরিবেশ বিরাজ করছে এবং সেই ধারাবাহিকতায় নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ পরিচালনা করছে। তার দাবি, ভোটাররা কোনো ভয়ভীতি ছাড়াই স্বাধীনভাবে নিজেদের ভোট প্রদান করতে পারছেন, যা গণতন্ত্রের জন্য একটি ইতিবাচক দিক। এদিনের ভোটগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান, পুরো প্রক্রিয়াটি শান্তি পূর্ণভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। কোথাও কোনো অশান্তি বা বিশৃঙ্খলার খবর নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তার মতে, সাধারণ মানুষ উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটে অংশগ্রহণ করছেন, ফলে বিরোধীদের অভিযোগ তোলার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

পাশাপাশি তিনি বিরোধী দলগুলির সমালোচনা করে বলেন, অনেক ক্ষেত্রেই তারা নিজ নিজ এলাকায় পোলিং এজেন্ট দিতে পারেনি এবং অন্য এলাকা থেকে লোক এনে দায়িত্ব পালন করাতে হয়েছে। এমনকি কিছু নারী বুথেও বিরোধীদের পক্ষ থেকে কোনো নারী এজেন্ট নিয়োগ করা হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। বিরোধীদের জনবিচ্ছিন্ন বলেও কটাক্ষ করেন জহর চক্রবর্তী। তার কথায়, বিরোধীরা শুধুমাত্র ভোটের সময় মানুষের কাছে আসে, কিন্তু বাকি সময় সাধারণ মানুষের পাশে তাদের দেখা যায় না। এই উপনির্বাচন সেই বাস্তবতাকেই আরও একবার স্পষ্ট করে তুলছে বলে তিনি দাবি করেন। বক্তব্যের শেষে তিনি সকলকে নমস্কার জানিয়ে "ভারত মায়ের জয়" স্লোগান তুলে নিজের প্রতিক্রিয়া শেষ করেন।

## ধর্মনগরে শান্তিপূর্ণ ভোট! কিছু বুথে বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ সিপিআই(এম) প্রার্থী অমিতাভ দত্তের

**খবরে প্রতিবাদ, ৯ এপ্রিল ।।** ৫৬ ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন ঘিরে সকাল থেকেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছে। এদিন সিপিআই(এম) দলের প্রার্থী অমিতাভ দত্ত নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন এবং ভোট পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত ভোটগ্রহণ মোটের ওপর শান্তিপূর্ণভাবেই এগোচ্ছে। দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা শোনা গেলেও সাধারণ ভোটারদের মধ্যে উৎসাহের কোনো ঘাটতি নেই। সকাল থেকেই মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে কিছু পোলিং বুথের সামনে নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগও তোলেন তিনি। তার দাবি, কিছু জায়গায় অযথা জমায়েত লক্ষ্য করা গেছে, যা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনার পরিপন্থী। যদিও পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে মনে করছেন তিনি। অমিতাভ দত্ত আরও বলেন, মানুষের ভোট দেওয়ার আগ্রহই এই নির্বাচনের মূল শক্তি। কোথাও এখন পর্যন্ত ভোটারদের মধ্যে ক্ষোভ বা আশান্তির চিত্র দেখা যায়নি। সবাই স্বাধীনভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করছেন।

শেষে তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকলে গণতন্ত্রের জয় নিশ্চিত হবে।

## গভীর রাতে ঘরের চালে ঢিল আতঙ্কে এক বিজেপি সমর্থিত পরিবার

**খবরে প্রতিবাদ, ৯ এপ্রিল ।।** হুমকির মুখে এক বিজেপি সমর্থক ও তার পরিবার। ঘটনা এয়ারপোর্ট থানাধীন নতুন নগর পঞ্চায়েতের দিঘালিয়া এলাকায়। অভিযোগ গত চার

বছর ধরেই নাকি আতংকে পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন ঐ এলাকার বিজেপি দলীয় সমর্থক সমীর দত্ত। তার বাড়িতে গত প্রায় চার বছর ধরে গভীর রাতে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত হিসেবে বিদ্যুৎ দেবনাথ ও তাঁর পরিবারের নাম উঠে এসেছে সামনে। সমীর দত্তের পরিবারের দাবি, রাত ২টা থেকে ৪টার মধ্যে নিয়মিত টিনের চালে ইট ও পাথর ছোড়া হয়, ফলে চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন তারা। বাড়িতে একটি ছোট শিশুও রয়েছে, যে প্রায়ই আতঙ্কে ঘুম থেকে জেগে ওঠে। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও কোনও সুরাহা মেলেনি বলে দাবি পরিবারের। সমীর দত্তের পরিবার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহার কাছে সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। এখন দেখার, প্রশাসন এই ঘটনায় কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

## ৭ দিনের উচ্ছেদ নোটিশে দিশেহারা ভাটি অবনগরের ৮০-৯০টি পরিবার!

**খবরে প্রতিবাদ, ৯ এপ্রিল ।।** আগরতলার ভাটি অবনগর এলাকার ক্যান্টনমেন্ট রোড সংলগ্ন ইছামতী নদীর পাড়ে বসবাসকারী বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের নোটিশ ঘিরে চরম উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। সদর মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, নদীর পাড়ের সৌন্দর্য্যায়ন ও নদী পরিষ্কারকরণ প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার আগে এলাকাটি খালি করতে হবে। সেই অনুযায়ী বাসিন্দাদের সাত দিনের মধ্যে এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, তারা প্রায় ৩০ থেকে ৪০ বছর ধরে এই এলাকায় বসবাস করছেন। হঠাৎ করে উচ্ছেদের নোটিশ পাওয়ায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। অভিযোগ, নোটিশটি ২৫ তারিখে জারি হলেও তা তাদের হাতে পৌঁছায় ৭ তারিখে, ফলে হাতে খুব কম সময় রয়েছে বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে নেওয়ার জন্য।এলাকায় প্রায় ৮০ থেকে ৯০টি পরিবার বসবাস করে। ইতিমধ্যেই অনেকেই নোটিশ পেয়েছেন, বাকিরা এখনও পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে তারা আগরতলা পুর নিগমের মেয়রের সঙ্গে দেখা করে একটি ডেপুটেশন জমা দেন। বাসিন্দারা জানান, এত অল্প সময়ে তারা কোথায় যাবেন, তা নিয়ে তারা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন।মেয়র তাদের আশ্বস্ত করে বলেন, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে এবং প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে যথাসম্ভব সহায়তার চেষ্টা করা হবে। তবে শেষ পর্যন্ত কী সমাধান হয়, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে ভাটি অবনগরের এই অসহায় পরিবারগুলি।

## ধর্মনগরের উপনির্বাচন কে ঘিরে সাময়িক উত্তেজনা - শাসক শিবির কে তোপ কংগ্রেস প্রার্থীর

**খবরে প্রতিবাদ, ৯ এপ্রিল ।।** ৫৬ ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্য্য বৃহস্পতিবার নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এরপর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি নির্বাচনের সামগ্রিক পরিস্থিতি

নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানান এবং একাধিক অনিয়ম ও হুমকির অভিযোগ তোলেন। চয়ন ভট্টাচার্য্য বলেন, "নির্বাচন একপ্রকার মহা-উৎসব, আর সেই উৎসবে ধর্মনগরের মানুষের সঙ্গে আমিও শামিল হয়েছি। আমি আমার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছি।" তবে এর পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, ভোটের আগের রাত থেকেই বনগাঁও ও বনবাড়ি এলাকায় বিরোধী দলের একাংশ দুষ্কৃতী মানুষের মধ্যে ভয়ভীতি সৃষ্টি করেছে, যাতে ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে আসতে না পারেন। তার দাবি, সকালবেলায় মক-পোল চলাকালীন কংগ্রেসের দুই এজেন্টকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বুথ থেকে বের করে দেওয়া হয়। যদিও পরবর্তীতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে সব বুথেই কংগ্রেসের এজেন্টরা পুনরায় উপস্থিত থাকতে পেরেছেন বলে জানান তিনি। এছাড়াও, কিছু বুথে লাইনে "অবাধ জাম্পিং" এবং ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ করেন চয়ন ভট্টাচার্য্য। তার কথায়, "অনেক মানুষ সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলেও ভোট দিতে পারছেন না, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে।" সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, প্রতিপক্ষ প্রার্থী জহর চক্রবর্তী নাকি ভোটকেন্দ্র চত্বরে দাঁড়িয়ে মিডিয়ায় বক্তব্য দিয়েছেন, যা নির্বাচনী বিধির পরিপন্থী। যদিও এইসব অভিযোগের মধ্যেও তিনি আশাবাদী যে, প্রশাসনের যথাযথ ভূমিকা এবং মানুষের সচেতনতার মাধ্যমে গণতন্ত্রের এই উৎসব সফল হবে।

# সম্পাদকীয়

৩ বর্ষ, শুক্রবার, ২৬ চৈত্র, ১৪৩২ বাংলা

## পুলিশকর্ম

রাষ্ট্রের কাছে পুলিশের পরিচয় কী? কেউ বলে তারা রাষ্ট্রীয় লেঠেল, কেউ বলে দলদাস। সত্যকার অর্থে পুলিশের কি তা হবার কথা ছিল? পুলিশ আইনরক্ষক ও বলবৎকারী। কিন্তু দিনদিন এ রাজ্যের পুলিশ প্রায় অসহায় হয়ে পড়ছে। কে কাকে মেরে যাচ্ছে গ্রেফতার করা যাচ্ছে না। কে এসে পিস্তল চালাচ্ছে, গ্রেফতারে দেরি হয়ে যাচ্ছে। প্রাণ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে, বায়ুর বেগে চলে যাচ্ছে পাচারের গাড়ি। রেলবোঝাই নেশাদ্রব্য আসছে। পুলিশ অন্ধকারে। প্রায় প্রতিদিন চুরি হচ্ছে রাজ্য জুড়ে, পুলিশ অসহায়। পাহাড়ে গিয়ে গাঁজা বাগান কাটতে হচ্ছে দা দিয়ে। এরা তাড়া করছে, ওরা তাড়া করছে, তাড়া করছে গোরুচোর। পুলিশকে ফিরে আসতে হচ্ছে। পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হচ্ছে। নির্বাচনি কাজে গেলে মার খেয়ে ফিরতে হচ্ছে। পুলিশের মনোবলের কী হচ্ছে সেটি বিশাল প্রশ্ন। জেলায় জেলায় ডিজিপি মিটিং করছেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন। কাজ কি করাতে পারছেন পুলিশ দিয়ে? বিচিত্র অবস্থা হয়েছে রাজ্যের। কোনও এক বিশেষ রাজনৈতিক দল যা খুশি করে যায়। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে দলে দলে থানা ঘেরাও করা হচ্ছে। পুলিশ প্রায় নিষ্ক্রিয় থাকে। কেন? অনুমান করা যায়, আপাত নিষ্ক্রিয় থেকে পুলিশ বৃহত্তর অশান্তি এড়ায়। সেটি কাম্যও। কিন্তু এভাবে তো পুলিশব্যবস্থা চলতে পারে না। চোরে চুরি করবে, রাজনৈতিক দল ইচ্ছাকৃত অশান্তি করবে, পুলিশের গায়ে হাত তুলবে আর পুলিশ নীরব থাকবে? পুলিশের মনোবলের কথা নাহয় বাদ দেওয়া গেল, মানুষের কী হবে? সাধারণ মানুষ পুলিশের ভরসায় থাকে। পুলিশের প্রতি ভীতি থাকে সাধারণ মানুষের। পুলিশ আছে, তাই অনেক অপরাধ হয় না। সত্য। কিন্তু এভাবে পুলিশকে হীনবল করে রাখলে মানুষের ভরসাও নষ্ট হবে। রাজ্যের পুলিশকে হাত খুলে কাজ করতে দিলে অনেক অপরাধ এবং অশান্তির সমাধান হয়ে যেত। রাজনৈতিক কারণে সেটি করা হয় না। কোনও রাজ্যেই পুলিশ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। শাসকের নির্দেশে কাজ করতে হয়। যদি নিষ্ক্রিয়তার নির্দেশ থাকে, তবে তা দুর্ভাগ্যজনক। কে কবে আরও অশান্তি করবে, সে কারণে প্রাথমিক অশান্তিকে সহ্য করা উচিত কথা হল না।

## পরিষেবা

হাসপাতাল ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি ঃ ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক ঃ ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স ঃ রামঠাকুর সংঘ ঃ ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব ঃ ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা ঃ ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স ঃ ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা ঃ ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব ঃ ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাবঃ ৮৭৯৪১ ৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ ঃ ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন ঃ ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম ঃ ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস ঃ ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব ঃ ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ ঃ ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান ঃ ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা ঃ ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিণ্ডিকেট ঃ ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন ঃ ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স ঃ ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) ঃ ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব ঃ ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার ঃ ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস ঃ প্রধান স্টেশন ঃ ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট ঃ ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন ঃ ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার ঃ ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ ঃ পশ্চিম থানা ঃ ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা ঃ ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা ঃ ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা ঃ ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল ঃ ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ ঃ ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া ঃ ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর ঃ ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইণ্ডিগো ঃ ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস ঃ রিজার্ভেশন ঃ ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস ঃ টি আর টি সি বিল্ডিং ঃ ২৩২-৫৬৮৫।

# ইসলামিকরণের সব আয়োজন পাকা !

২০১২ সালের পর দীর্ঘ ১৪ বছর পরে ঢাকা---করাচি সরাসরি বিমান চলাচল পুনরায় চালুর সিদ্ধান্তকে ঘিরে বাংলাদেশ এবং আঞ্চলিক দেশ সমুহের নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক ভারসাম্য নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স করাচির উদ্দেশে সরাসরি ফ্লাইটটি ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ রাত ০৮:০০ টায় ঢাকা থেকে আকাশে উড়ে এবং সেই রাতেই ১১:০০ টায় করাচি পৌঁছে। প্রথম যাত্রীবাহী বিমান করাচি পৌঁছার পরে সেখানে পাকিস্তানি জনতার উল্লাস ও ওয়াটার গার্ড দেখে সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উত্থাপিত একাধিক অভিযোগ, নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের পর্যবেক্ষণ এবং রাজনৈতিক মহলের আশঙ্কাসব মিলিয়ে বিষয়টি এখন আর কেবল একটি ফ্লাইট বা ভিসা নীতির আলোচনায় সীমাবদ্ধ নেই; বরং তা আকাশ, স্থল ও নৌতিন পথেই সম্ভাব্য নিরাপত্তা ঝুঁকির একটি সমন্বিত চিত্র সামনে চলে এসেছে। এক কথায় এই পদক্ষেপ জঙ্গী পুনর্বাসনে ইউনুস সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়।

সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ প্রকাশিত একাধিক পোস্টে দাবি করা হয়েছে, গত ৩০ জানুয়ারি করাচি থেকে ঢাকায় আসা একটি ফিরতি ফ্লাইটে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পারেএমন অনেক ব্যক্তি বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। অভিযোগের সমর্থনে কয়েকটি পাকিস্তানি পাসপোর্টের ছবি প্রকাশ করা হলেও, এসব তথ্য এখনো পর্যন্ত কোনো সরকারি বা স্বাধীন সংস্থার মাধ্যমে যাচাই বা নিশ্চিত করা না গেলেও বিষয়টি স্পষ্ট।আইনগত ও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই ও প্রমাণ ছাড়া কাউকে বা কোনো গোষ্ঠীকে জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করা যে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণতা স্বীকৃত সত্য। তবুও এমন গুরুতর অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্রুত, স্বচ্ছ ও তথ্যভিত্তিক ব্যাখ্যার অভাব নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এই বিষয়ে দুইদেশের সরকার নীরব।

এই বিতর্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঢাকায় অবস্থিত পাকিস্তানের দূতাবাসকে ঘিরে আরেকটি অত্যন্ত মারাত্মক আশঙ্কা। নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একটি অংশের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে সন্দেহভাজন উগ্রপন্থী যোগাযোগ, সমন্বয় ও আশ্রয়ের ক্ষেত্রে দূতাবাসসংলগ্ন কিছু নেটওয়ার্ককে ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে। এখানে স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন, এটি কোনো রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রমাণিত তথ্য নয়, বরং নিরাপত্তা মহলের একটি উদ্বেগ ও আশঙ্কা, যা কখনো আনুষ্ঠানিক তদন্তের আওতায় আনা হবেনা। তবে দক্ষিণ এশিয়ার অতীত অভিজ্ঞতা এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর সংশ্লিষ্টতার অভিযোগের ইতিহাস বিবেচনায় নিলে, এই আশঙ্কাকে পুরোপুরি অমূলক বলেও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা।

কূটনৈতিক রীতিনীতি অনুযায়ী, কোনো দেশের দূতাবাস আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় বিশেষ সুরক্ষা ভোগ করে। সে কারণেই দূতাবাসকে ঘিরে উত্থাপিত যেকোনো অভিযোগ অত্যন্ত সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। একই সঙ্গে নিরাপত্তা বিশ্লেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, যদি কোনো বিদেশি মিশন বা তার আশপাশের নেটওয়ার্ক উগ্রপন্থী যোগাযোগ, আশ্রয় বা লজিস্টিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছেএমন বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সামনে আসে, তাহলে তা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এবং আন্তর্জাতিক আইনের কাঠামোর মধ্যেই বিষয়টি কূটনৈতিকভাবে উত্থাপন করার সুযোগ রাষ্ট্রের রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ সে বিষয়ে কোনো ভূমিকা গ্রহণে অনাগ্রহী।এদিকে নৌপথে অস্ত্র আমদানির সম্ভাব্য তথ্য নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন নিরাপত্তা ও সামুদ্রিক বন্দর সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষকদের একটি অংশ। তাদের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে কিছু বাণিজ্যিক জাহাজের ক্ষেত্রে তল্লাশি ও ইনস্পেকশন প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে শিথিল হওয়ায় ঝুঁকি তৈরি করেছে। অভিযোগ রয়েছে, যাচাইবিহীন বা অপর্যাপ্তভাবে যাচাইকৃত কার্গোরি আড়ালে অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং ড্রাগ কিংবা দ্বৈত-ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী নৌপথে প্রবেশের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যদিও এখনো পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট চালান বা জাহাজের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ বা প্রমাণ প্রকাশ হয়নি, অতীতে নৌপথে অবৈধ অস্ত্র পাচারের আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা এই আশঙ্কাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা তৈরি হলেও রাষ্ট্র সে বিষয়ে অনাগ্রহী।সমালোচকদের মতে, নৌপথে তদারকির শিথিলতা, আকাশপথে সরাসরি ফ্লাইট চালু, ভিসা প্রক্রিয়ায় সহজীকরণ এবং সামগ্রিক প্রশাসনিক নজরদারির ঘাটতিএই বিষয়গুলো একসঙ্গে মিলিত হয়ে ঝুঁকির মাত্রা বহুগুণে বাড়িয়ে তুলছে। তাদের আশঙ্কা, উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলো এসব ফাঁকফোকরকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে কেবল প্রবেশপথ নয়, বরং একটি নিরাপদ ট্রানজিট ও সংগঠনিক সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবেও বিবেচনা করতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকিতে পরিণত হতে পারে। তা ছাড়া ইসলামী দলগুলির সাম্প্রতিক সময়ের বক্তব্যের ভিত্তিতে এ সকল জঙ্গিপনা কাঁটাতার অতিক্রম করতে পারে। যদি তাই হয় সেটা প্রতিহত করতে আঞ্চলিক দেশগুলিকে আরো সতর্কতা অবলম্বন করা সময়ের দাবি।

এই প্রেক্ষাপটে ২০২৪ সালের জুলাই---আগস্টের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কিছু ধর্মীয় ---রাজনৈতিক তৎপরতা এবং আসন্ন নির্বাচনের আগে সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতিসবকিছু মিলিয়ে উদ্বেগ আরও ঘনীভূত হয়েছে। যদিও এসব ঘটনাকে সরাসরি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করার মতো নির্দিষ্ট ও প্রমাণভিত্তিক তথ্য এখনো সামনে আসেনি, নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা মনে করছেন বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে আলাদা না দেখে সামগ্রিক প্রবণতা হিসেবে মূল্যায়ন করাই হবে দায়িত্বশীল রাষ্ট্রীয় অবস্থান। কিন্তু, ইউনুস সরকার সে দিকে নজর দিতে রাজি নন। বাংলাদেশে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন সামনে রেখে এ ধরনের অভিযোগ ও আশঙ্কা জনমনে উদ্বেগ সৃষ্টি করলেও, পর্যবেক্ষকদের মতে সমাধান আতঙ্কে নয়স্বচ্ছতা, আইনের শাসন এবং কূটনৈতিক সংযমের মাধ্যমে সম্ভব বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। বিমানবন্দর,নৌ বন্দর ও সীমান্তে বিদ্যমান যাচাই ও নজরদারি ব্যবস্থার কার্যকারিতা জনসমক্ষে স্পষ্ট করা, আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা তথ্য আদান---প্রদানের কাঠামো জোরদার করা এবং কূটনৈতিক মিশনসংক্রান্ত নিরাপত্তা সমন্বয় পুনর্মূল্যায়ন করাএই পদক্ষেপগুলোই পারে প্রকৃত ঝুঁকির মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করে আসল সত্যকে সামনে নিয়ে আসতে। জঙ্গী পুনর্বাসন করা ইউনুস সরকারের মূল অঘোষিত উদ্দেশ্য। তাই, এই সকল কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো তাগিদ নেই। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে পরিকল্পিত গণহত্যাই প্রমাণিত হবে সবকিছুই।

এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত, সময়োপযোগী, তথ্যভিত্তিক ও আইনসম্মত অবস্থানই এই সংবেদনশীল ইস্যুকে দায়িত্বশীল, গ্রহণযোগ্য ও কূটনৈতিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসরে ধরে রাখতে পারে। প্রিয় পাঠক আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে পাকিস্তান নিজের ঘর সামলাতে ব্যর্থ হলেও পরের ঘরে অশান্তি বাড়াতে ভাবেনা। নিজের নেংটি নেই পরের ধূতি লুঙ্গি ধরে টানাটানি করে।

# বর্তমানে বুদ্ধির লড়াই কম

এই সমাজ ও সংসারে দেখা যায় মানুষের মধ্যে লড়াই দুই রকমের হয়, একটা লড়াইয়ের মধ্যে বুদ্ধি লড়াই দেখা যায় আর একটা লড়াইয়ের মধ্যে পেশির লড়াই দেখা যায়। ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকার কারণ আছে বলে মনে হয় না। তবে যাই হোক এ কথা বলা যেতে পারে যে বুদ্ধি লড়াইয়ের মধ্যে একটা সংস্কৃতি থাকে কিন্তু পেশি যুদ্ধে কোন সংস্কৃতি থাকে না, শুধু থাকে হুংকার। সেটা অস্বীকার করা যাবে না কোনোভাবেই। বর্তমানে সভ্য সমাজ ডিজিটাল ব্যবস্থার যুগে।এই যুগে সবকিছু সঙ্গে সঙ্গে ঘটে, যেমন কেউ বাংলা থেকে যদি একটা ফোন করে মুহূর্তে সেই ফোন বিশ্বের আর এক প্রান্তে পৌঁছাতে পারে সময় লাগে না বললেই চলে। কিন্তু বিগত দিনে সেই সব ব্যবস্থা ছিল না আর মানুষের ভাবনার বাইরে ছিল বলা যেতে পারে। এই রকম হচ্ছে ডিজিটাল যুগ। বর্তমান সভ্য সমাজের প্রযুক্তি নির্ভর যুগ, এই যুগে পৃথিবী খুব কাছে হয়ে গেছে। বর্তমানে যুগ হচ্ছে দ্রুততার যুগ মানুষ খুব ব্যস্ত মানুষ। বিগত দিনের মতো বিশ্বাস আস্থা হয় আর ভরসা করে না। প্রযুক্তির যুগে মানুষ মানুষের কথা বিশ্বাস করে না, মানুষ প্রযুক্তি নির্ভরশীল হয়ে প্রযুক্তিকে বিশ্বাস করে মানুষ আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে। বর্তমান সভ্যতার মানুষ বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিতে চায়না পেশিশক্তি প্রয়োগ বেশি করতে চায়, যা সুস্থ সংস্কৃতিকে নষ্ট করে দেয়। আর মানুষের মধ্যে দেশ বিদ্বেষ ছাড়া এইরকম কাজ হচ্ছে পেশি শক্তির ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকার কারণ আছে বলে মনে হয় না। তবে যাই হোক এ কথা বলা যেতে পারে যে বিগত দিনে উত্তরবঙ্গে গম্ভীরা গানের মাধ্যমে ভালো মন্দের উত্তর দেওয়া হতো সেটা লোকসংস্কৃতির অঙ্গ ছিল আর দক্ষিণবঙ্গে কবি গানের তরজার মধ্য দিয়ে ভালো মন্দের বিচার প্রকাশ পেত। সেটাও লোকসংস্কৃতির অঙ্গ ছিল। কিন্তু বর্তমান সমাজের প্রতিবাদের ধারা বদল হয়ে গেছে, সেটা অস্বীকার করা যাবে না কোনভাবেই ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকার কারণ আছে বলে মনে হয় না। তবে যাই হোক এ কথা বলা যেতে পারে যে বিগত দিনে সমাজে যে প্রতিবাদ হত সেই প্রতিবাদ বুদ্ধির ছিল কিন্তু বর্তমানে সেই রকম অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে, সমাজে সংসারে প্রতিবাদের ভাষা প্রাণঘাতী হতে পারে। এমন পেশি শক্তির প্রতিবাদে বর্তমান সমাজের মানুষ বিশ্বাসী। সেটা অস্বীকার করা যাবে না কোনভাবে। বিগত দিনে যে প্রতিবাদ করা হতো লোকসংস্কৃতি ধারা অনুসরণ করে কিন্তু বর্তমানে সেসব নেই বিগত দিনে আর একটা ভালো দিক ছিল সেটা হচ্ছে গম্ভীরা গানের মাধ্যমে সেই বাদ প্রতিবাদের পড়ে যখন এর থেকে নেমে আসতো, শিল্পীরা এক জায়গায় বসে চা মুড়ি খেতে তখন আর কোন রকম বাদ বিবাদ লক্ষ্য করা যেত না। সেটাই ছিল বিগত দিনের বুদ্ধির দ্বারা লড়াই। বিগত দিনের বুদ্ধির প্রতিবাদের মধ্যে বাংলার লোকসংস্কৃতি ধারা বজায় থাকত, সেটা আজও পুরানো মানুষের মনের স্মৃতির পাতায় রয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমান সমাজে সব কিছু উল্টো হয়ে গেছে, বর্তমানে শুধু পেশি শক্তি লড়াই চলেছে আর বর্তমানে বুদ্ধির লড়াই কম।

# বঙ্গ ভোটঃবিজেপি ব্যর্থ হলে কংগ্রেস ঘুরে দাঁড়াবেঃএকা লড়াই সঠিক সিদ্ধান্ত

অবশেষে বন্ধুত্ব ছিন্ন করল কংগ্রেস।দীর্ঘ বৎসরের মধুর সম্পর্কে ছেদ ঘটাল কংগ্রেস।দুটি রাজনৈতিক দলের সাথে জন্ম লগ্ন থেকেই যাদের একটা অহিনকুল সম্পর্ক ছিল সেই সিপিএম- কংগ্রেস যেদিন থেকে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম ও কংগ্রেস ক্ষমতার বাইরে চলে যায়-বলা যায় সেদিন থেকে এই দুই দল একেবারে হরিহর আত্মায় চলে আসে। ২০১১ সালে যখন বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন হয় তখন কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস জোট করে লড়ছিল।তখন দিল্লীতে মনমোহন নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার। বিপুল সংখ্যাগরীষ্ঠতা নিয়ে জোট ক্ষমতায় আসে।বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নেতৃত্বাধীন সিপিএম সরকারের পতন ঘটে।ঐ ভোটে কংগ্রেস প্রায় ৪২ টি আসন দখল করে। কিছু দিন যাবার পরেই শুরু হয়-তৃণমূলের দাবার চাল।এক এক করে কংগ্রেসী বিধায়কদের তৃণমূলের জালে তুলে গোটা কংগ্রেস দলটাকেই শেষ করে দেয় মমতা ব্যানার্জি।এই যখন পরিসিতি- তখন অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি প্রতিটি বিধানসভা ও লোকসভা ভোটের সময়ে 'বড়দা'সিপিএমের সাথে মিতালী পেতে যতগুলি ভোট হয়েছে সব কটিতে হেরে ভুত হয়েছে।অপরদিকে 'বড়দা'সিপিএম যে আসলেই একটা বিগ-জিরো ছিল, এটা ঠাওর করতে অধীর চৌধুরীর বুঝতে একটু সময় লেগেছে।বিগত ২০২১ সালের বঙ্গ বিধানসভা ভোটে তো এই দুটি দল রীতিমতো ইতিহাস তৈরি করে দিয়েছে।বিধানসভায় দুটি দলই শূন্য আসন লাভ করে ইতিহাস তৈরি করে দিয়েছে। এহেন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পুনরায় পাঁচবছর পর ২০২৬ সালের এপ্রিলে আবার ভোট দোড় গোড়ায়। ইতিমধ্যে বঙ্গ কংগ্রেসে প্রদেশ নেতৃত্বে চলে এসেছেন শুভঙ্কর সরকার।ইনি কট্টর মমতা বিরোধী না হলেও কংগ্রেস দলের নিজস্বতাকে বিসর্জন দিতে মোটেই নারাজ।দলে আসন পাওয়াটাই একমাত্র লক্ষ্য হতে পারেনা।দলীয় কর্মী সমর্থকরা কি চায়- তাকে মান্যতা দেওয়াটাই তার কাছে প্রায়রিটি।কোন কংগ্রেস নেতা কর্মী চাইছিল না যে আর যাই হোক- সিপিএমের সাথে গিয়ে কোন রকম সম্পর্ক সাপন হোক। কিন্তু অধীর চৌধুরী দিল্লীকে ম্যানেজ করে বারে বারে এই 'জিরো'সিপিএম এর সাথে জোট করে মূলত

সিপিএম এর অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকত।সেটাই এবার ন্যসাত করে দিয়েছে শুভঙ্কর সরকার।

এর ফলে কি কংগ্রেস এর খুব বেশী লাভ হবে? লাখ টাকার প্রশ্ন হল এটি। প্রথমেই বলে রাখা ভাল- বঙ্গে এই মুহূর্তে মূলতঃ ক্ষমতাটা ভাগ হয়ে আছে দুটি প্রধান দলের মধ্যে।এক- ক্ষমতাসীন তৃণমূল দল ও দুই- বিরোধী বিজেপি দলের মধ্যে।ফলে মাঝে দুই উলু খাগড়া হল কংগ্রেস ও সিপিএম।এর মাঝে বিগত ২০ বৎসর ধরে কংগ্রেস দল সিপিএম দলের সাথে বারে বারে মিতালী করতে গিয়ে গোটা কংগ্রেস সমর্থকদের হয় তৃণমূলের দিকে নয়তো বিজেপির দিকে ধাবিত করে দিয়েছিল। এবং কংগ্রেস দল বঙ্গে তাদের নিজস্বতা দিনকে দিন হারাচ্ছিল। এবারে সিপিএম এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করায় গোটা রাজ্যে কংগ্রেস ২৯৪ টি আসনে যদি প্রতিকী হিসেবেও প্রার্থী দাঁড় করাতে পারে- তাহলে এই বিজেপি দল বর্তমানে যেটুকু আছে- তা খান খান করে ভেঙে এর একটা অংশ তৃণমূলে যাবে।আর বাকী অংশ যাবে এই কংগ্রেস দলে।সেক্ষেত্রে এখনই কেন কংগ্রেস, সিপিএমকে ভবিষ্যতের সেফ জোনে নিয়ে আসতে চাইবে?তাই বঙ্গ কংগ্রেস এই মুহূর্তে বিশেষতঃ ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে একা লড়াই করার সিদ্ধান্তটি একেবারে একটি সঠিক পর্যায়ের সিদ্ধান্ত বলে অভিজ্ঞ মহলের মত।আর এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সিপিএম দলের অবস্থানটাও আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে ভবিষ্যতের জন্য। কংগ্রেসের এই একা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত বিজেপি বা তৃণমূলের কি লাভ-ক্ষতি হবে,তার চাইতেও বড় কথা- কংগ্রেস অদূর ভবিষ্যতে আবার ঘুরে দাঁড়াবার সুযোগ পাবে- বলে রাজনৈতিক অভিজ্ঞ মহলের মত। এবারের ভোটে বঙ্গ বিজেপি ভালো ফল করতে না পারলে বঙ্গে পদ্মবনের বিরাট অংশের পদ্মফুল কংগ্রেসের হাতের তালুতেই সান করে নেবে।সেদিক থেকে বঙ্গ কংগ্রেসের একার লড়াই একটি সঠিক সিদ্ধান্ত।

## রাজস্থানের জয়পুরে বিদেশি পর্যটককে হেনস্থা পাঁচ জনের !

# ধৃত এক, আটক এক নাবালক, বাকি তিন জনের খোঁজ চলছে

**নয়াদিল্লি ঃ** রাজস্থানের জয়পুরে এক বিদেশি পর্যটককে হেনস্থার অভিযোগ উঠল পাঁচ জনের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের মধ্যে এক জন নাবালকও আছে। তাকে আটক করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে এক অভিযুক্তকে। বাকি তিন অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি রবিবার সকালের। জাপানের এক মহিলা রাজস্থানের জয়পুরে জয়গড় দুর্গ দেখতে গিয়েছিলেন। সেই দুর্গ দেখার পর তিনি বেরিয়ে দুর্গের আশপাশেই ঘোরাফেরা করছিলেন। তাঁকে একা দেখে অনুসরণ করছিলেন পাঁচ জন। একটু ফাঁকা জায়গা দেখেই ওই পর্যটককে ঘিরে ধরেন অভিযুক্তেরা। তাঁর সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন। তাঁকে নানা ভাবে হেনস্থা করেন। পর্যটক চিৎকার করতেই কাছেই থাকা এক নিরাপত্তারক্ষী ছুটে আসেন। তাঁকে আসতে দেখে পালিয়ে যান অভিযুক্তেরা।

জয়পুর পুলিশের অতিরিক্ত ডিসি নীরজ পাঠক বলেন, ‘‘এক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে এক নাবালককে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। খুব শীঘ্রই তাঁদের গ্রেফতার করা হবে।’’ পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয়দের সহযোগিতায় ওই বিদেশি পর্যটক পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগ পেয়েই তৎপর হয় পুলিশ। ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক জনকে গ্রেফতার করে। তাঁকে জেরা করে আরও এক নাবালকের হদিস পায় পুলিশ। তাকেও আটক করা হয়েছে। কিন্তু বাকি তিন অভিযুক্ত এখনও পলাতক।

## ‘স্থায়ী শান্তি আসবে পশ্চিম এশিয়ায়’, যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত জানাল ভারত ! বলল, ‘আশা করি হরমুজে অবাধ চলাচল বজায় থাকবে’

**নয়াদিল্লি ঃ** ইরানের সঙ্গে আপাতত যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সহমত পোষণ করেছে ইরান এবং ইজরায়েলও। সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল ভারত। একই সঙ্গে হরমুজ প্রণালীতে অবাধ নৌচলাচলের স্বাধীনতার কথা বলল নয়াদিল্লি। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক বিবৃতি জারি করে যুদ্ধবিরতি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘‘আশা করি এই যুদ্ধবিরতি পশ্চিম এশিয়ায় স্থায়ী শান্তি নিয়ে আসবে।’’ পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই ভারত বার বার ‘কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ’ খোঁজার উপর জোর দিয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরানো এবং হরমুজ প্রণালী খোলার ব্যাপারে সওয়াল করেছে নয়াদিল্লি। বুধবার আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর সেই বিষয়ই পুনর্ব্যক্ত করল নরেন্দ্র মোদী সরকার।

বিদেশ মন্ত্রক বলেছে, ‘‘আমরা আগে ক্রমাগত বলে এসেছি চলমান সংঘাত দ্রুত অবসানের জন্য কূটনীতি এবং আলোচনা অপরিহার্য। এই সংঘাতের কারণে ইতিমধ্যেই মানুষকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহ এবং বাণিজ্য ব্যাহত হয়েছে।’’ তার পরেই বিবৃতিতে নয়াদিল্লি উল্লেখ করেছে, ‘‘আমরা আশা করি হরমুজ প্রণালীতে নৌচলাচলের অবাধ স্বাধীনতা এবং বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের প্রবাহ বজায় থাকবে।’’ বুধবার ভোরে (ভারতীয় সময়) যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘‘ইরানে এখনই সেনা পাঠাচ্ছি না। বোমা ফেলব না।’’ এ-ও জানান, এই যুদ্ধবিরতি দু’তরফেই ! অর্থাৎ, আপাতত ইরান বা আমেরিকা দু’দেশই সামরিক অভিযান বন্ধ রাখবে। একই সঙ্গে জোর দেন, হরমুজ প্রণালী অবিলম্বে, সম্পূর্ণ এবং নিরাপদে খুলে দেওয়ার বিষয়ে ইরান রাজি হয়েছে। যুদ্ধবিরতিতে সহমত হয় ইরানও। হরমুজ খোলার ব্যাপারে পরে ইতিবাচক মনোভাব দেখায় ইরান। সে দেশের বিদেশমন্ত্রী সইদ আব্বাস আরাঘচি জানান, ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে এবং প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা যথাযথ ভাবে বিবেচনা করে তবেই হরমুজ দিয়ে নিরাপদ যাতায়াত সম্ভব।

# ইরানের সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকের জন্য মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্সকে ইসলামাবাদে পাঠাচ্ছেন ট্রাম্প !

**নয়াদিল্লি ঃ** ইরানের সঙ্গে আলোচনার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সকে দায়িত্ব দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী শনিবার ইরান এবং আমেরিকা মুখোমুখি বসতে চলেছে। বৈঠক হবে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে। সেখানে মার্কিন প্রতিনিধিদলকে নেতৃত্ব দেবেন ভান্স। তাঁর সঙ্গে থাকবেন পশ্চিম এশিয়ার মার্কিন দূত স্টিভ উইটকফ এবং ট্রাম্পের জামাতা তথা প্রাক্তন উপদেষ্টা জারেড কুশনার।আপাতত দু’সপ্তাহের জন্য ইরানের বিরুদ্ধে সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা করেছে আমেরিকা। লেবাননের উপর ইজরায়েল একের পর এক হামলা চালিয়ে যাওয়ায় সেই সংঘর্ষবিরতি নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। হরমুজ প্রণালী আবার বন্ধ করে দিয়েছে ইরান। এই অস্থিরতার মাঝেই শনিবার ইরানের সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে বসতে চলেছে ট্রাম্প প্রশাসন। যা ওয়াশিংটনের জন্য একটি বড় পরীক্ষা হতে চলেছে বলেই মনে করছেন অনেকে। দু’দেশের অবস্থানের ফারাক রয়েছে। রাজনৈতিক মতপার্থক্যও রয়েছে। এই প্রতিবন্ধকতাগুলিকে কাটিয়ে দু’সপ্তাহের সময়সীমার মধ্যে একটি সমঝোতার পথ বের করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে হোয়াইট হাউস। এবং এই লক্ষ্য পূরণের জন্য ট্রাম্প দায়িত্ব দিয়েছেন ভান্সকে।

তবে লেবাননের বিরুদ্ধে ইজরায়েলের হামলাকে এই শান্তি আলোচনার মধ্যে আনতে চাইছে না আমেরিকা। তা ইতিমধ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন ভান্স। ইজরায়েলি এই হামলার কারণে আমেরিকা-ইরানের সংঘর্ষবিরতি ভেস্তে যেতে পারে, এমন সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। যদিও ইরানকে এমন কোনও সিদ্ধান্ত না-নেওয়ার ‘পরামর্শ’ দিয়েছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট। লেবাননের ঘটনার সঙ্গে এই যুদ্ধবিরতির কোনও যোগসূত্রই নেই বলে দাবি তাঁর। হাঙ্গেরিতে সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘‘ইরান যদি লেবাননের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলোচনা ভেস্তে দিতে চায়, তবে সেটি তাদের সিদ্ধান্ত। তবে লেবাননের ঘটনা হল এমন একটি বিষয়, যার সঙ্গে আমাদের কোনও যোগ নেই। লেবাননেও যে যুদ্ধবিরতি হবে, এমন কথা আমেরিকা কখনও বলেনি।’’

বুধবার সকালে (ভারতীয় সময়ে) ট্রাম্প ঘোষণা করেন, ইরানের সঙ্গে আমেরিকার দু’সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি হয়েছে। তবে সেই যুদ্ধবিরতি ঘোষণার ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। লেবাননে ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লার উপর একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েল। তেহরান জানিয়ে দিয়েছে, ওই হামলা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বলেছেন, ‘‘ইরান ও আমেরিকার যুদ্ধবিরতির শর্ত স্পষ্ট। হয় যুদ্ধবিরতি, নয়তো ইজরায়েলকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা। দু’টি এক সঙ্গে চলতে পারে না। লেবাননের গণহত্যা সমস্ত বিশ্ব দেখছে।’’ তেহরানের স্পষ্ট বার্তা, ‘‘এখন আমেরিকার কোর্টে বল। তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে কি না, তার অপেক্ষায় বিশ্ব।’’

## সাতজন মিলে ধর্ষণ ১৬ বছরের ছাত্রীকে ! যোগীরাজ্যে ফের প্রশ্নের মুখে নারী নিরাপত্তা

**নয়াদিল্লি ঃ** ফের গণধর্ষণ বিজেপি শাসিত যোগীরাজ্যে। এবার স্কুল-ছাত্রী। অভিযুক্তদের এখনও ধরতে পারেনি উত্তরপ্রদেশের পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। স্কুল-ছাত্রীরাও যোগীরাজ্যে নিরাপদ নয়। দিনের বেলায় ক্যাফে-রেস্তোরাঁয় গিয়ে ধর্ষিত হতে হয় সদ্য কৈশোরে পা দেওয়া ছাত্রীটিকে।

তদন্তকারী দলের পদস্থ অফিসার জানিয়েছেন, এই মাসের শুরুতে উত্তরপ্রদেশের বরেলির ভোজিপুরা এলাকায় একটি ক্যাফে-রেস্তোরাঁর একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে সাতজন মিলে ধর্ষণ করে ১৬ বছরের ছাত্রীটিকে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বেশকিছুদিন ধরেই ওই রেস্তোরাঁর মালিক ওই ছাত্রীকে অশ্লীল মন্তব্য করছিলেন। প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে রাজি না হওয়াতেই রাগের বশেই গত ২ এপ্রিল সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে ওই ছাত্রীটিকে রেস্তোরাঁর একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে মালিক ও তার ছয় সঙ্গী মিলে তাকে ধর্ষণ করে। এমনকী, ধর্ষণের ছবিও তুলে রাখা হয়। হুমকি দেওয়া হয়, এই ঘটনার কথা কাউকে বলে দিলে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। পাশাপাশি, ঘটনার কথা জানানো হলে ভিডিও ক্লিপ সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ‘ভাইরাল’ করে দেওয়া হবে। গুরুতর জখম অবস্থায় বাড়িতে ফিরে ছাত্রীটি পুরো ঘটনা তার অভিভাবকদের জানায়। ঘটনার দু’দিন পরেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ওই রেস্তোরাঁর মালিক ছাত্রীটির পরিচিত। তদন্তকারী দলের অফিসার জানিয়েছেন, রেস্তোরাঁর মালিক সইফি ওরফে সমীর আহমেদ। অন্যতম অভিযুক্ত আসাদ হায়দার। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। যদিও এই ঘটনা ফের প্রমাণ করে, যোগীরাজ্যে নারীদের কোনও সুরক্ষা নেই। সকালে পর্যন্ত স্কুল-ছাত্রী থেকে শুরু করে অন্যদের জন্য কোনও নিরাপত্তার বন্দোবস্ত থাকে না।

এই প্রথম নয়, দিনকয়েক আগেই এক কিশোরীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। ঘটনাস্থল ছিল বালিয়ায়। অভিযোগ ওঠে কিশোরীর গ্রামের পাঁচ যুবকের বিরুদ্ধে। এখানেই শেষ নয়, ফেব্রুয়ারিতে রাজ্যের বান্দা জেলায় এক দলিত কিশোরীকে অপহরণ করে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। কিশোরীকে একটি হোটেলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয়। তার পর তাকে একটি সেতুর নিচে ফেলে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা সকলেই নাবালক। নির্য্যাতিতার বাবার অভিযোগ, কিশোরীকে লক্ষ্য করে কিছু স্প্রে করা হয়েছিল। তার পরই সে জ্ঞান হারায়। তার পর তাকে তুলে নিয়ে যায় তিন জন। একটি হোটেলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয়। অর্থাৎ যোগীরাজ্যে গণধর্ষণ ঘটেই চলেছে। প্রশাসন কোনও কঠোর পদক্ষেপ করে না।

## যত দিন না সমঝোতা চূড়ান্ত হচ্ছে তত দিন পর্যন্ত ইরান থেকে সেনা সরানো হবে না ! হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

**নয়াদিল্লি ঃ** শেষ হয়েও যেন শেষ হতে চাইছে না। সমঝোতার রাস্তায় হেঁটেও যেন তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোচ্ছে না। ফলে পশ্চিম এশিয়ায় সামরিক সংঘাতের পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেবে, তা একপ্রকার অনিশ্চিত। তার মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন করে ইরানকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যত দিন না সমঝোতা চূড়ান্ত হচ্ছে, তত দিন পর্যন্ত ইরানের আশপাশের অঞ্চল থেকে মার্কিন সেনা সরানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ফলে ট্রাম্পের এই হুঁশিয়ারি আবার নতুন করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করতে পারে বলেই আশঙ্কা করছেন অনেকে।

ট্রুথ সোশ্যালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘‘এই অঞ্চলে যত মার্কিন রণতরী, যুদ্ধবিমান এবং সেনা মোতায়েন আছে, তা এখনই সরানো হবে না। যত দিন না সমঝোতা চূড়ান্ত হচ্ছে, তত দিন সেনা মোতায়েন থাকবে ওই অঞ্চলে।’’ ইরানকে তাঁর বার্তার মাধ্যমে এটাও স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন ট্রাম্প, ওরা (ইরান) হরমুজ প্রণালী পুরোপুরি খুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, কোনও রকম পরমাণু কর্মসূচি করবে না বলেও শান্তি সমঝোতায় বলেছে। কিন্তু সেই সমঝোতা যদি লঙ্ঘন করা হয়, তা হলে পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হবে। আবার হামলা শুরু হবে। আর এ বার ইরান কল্পনা করতে পারবে না হামলা কী ভয়ানক পর্যায়ে পৌঁছবে।

প্রসঙ্গত, উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে আমেরিকা দীর্ঘ সময় ধরে সেনা মোতায়েন করে রেখেছে। সৌদি আরব, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে মার্কিন সেনাঘাঁটি রয়েছে। ঘটনাচক্রে, সংঘর্ষবিরতির শর্ত হিসাবে আমেরিকার কাছে যে ১০ দফা দাবি জানিয়েছে ইরান, তার মধ্যে একটি ছিল, উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে মার্কিন সেনা সরাতে হবে। কিন্তু সেই শর্তকে কার্যত উপেক্ষা করেই ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিলেন, এখনই সেনা সরানো সম্ভব নয়। শুধু তা-ই নয়, শর্তের মধ্যে আরও উল্লেখ ছিল যে, ইরান এবং তার সহযোগী গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে হামলা চালানো থেকে বিরত থাকতে হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, সংঘর্ষবিরতি ঘোষণার পরেও লেবাননের শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। যে হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় ২৫০ জনের বেশি নিহত হয়েছেন। জখম হাজারেরও বেশি। এই হামলার প্রতিবাদে হরমুজ প্রণালী ফের ‘অবরুদ্ধ’ করে দিয়েছে ইরান। ফলে বিপাকে পড়েছে আমেরিকা।

পশ্চিম এশিয়ার দেশ লেবাননে দীর্ঘ দিন ধরে সক্রিয় ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লা, বিশেষ করে লেবাননের দক্ষিণ প্রান্তে। ইরান-ইজরায়েল উত্তেজনা তীব্র হওয়ার আগেই এই সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে ইজরায়েলের সংঘর্ষ চলছে। ২০২৩ সালে হামাস গোষ্ঠীর উপর ইজরায়েলের হামলার পর থেকেই হিজবুল্লার সঙ্গেও সংঘর্ষ শুরু হয় তেল আভিভের। ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল এবং আমেরিকার সংঘাত শুরু হওয়ার পর হিজবুল্লা গোষ্ঠী এবং ইজরায়েলের সংঘর্ষ আরও বৃদ্ধি পায়। এখন ইরানের সঙ্গে আমেরিকার ‘শান্তি সমঝোতা’ হলেও লেবাননে হামলা বন্ধ করেনি ইজরায়েল। ফলে দু’সপ্তাহের জন্য শান্তি সমঝোতা হলেও পরিস্থিতি আবার যে দিকে গড়াচ্ছে, তাতে সেই সমঝোতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছবে কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। ১০ এপ্রিল ইরানের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসার কথা রয়েছে আমেরিকার।

# ভরা বাজারে যুবকের মাথা কেটে খুন ! অভিযুক্তকে পিটিয়ে মারল উত্তেজিত জনতা, চাঞ্চল্য বিহারে

**নয়াদিল্লি ঃ** সাতসকালে ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড বিহারে। এক যুবকের মাথা কেটে খুনের অভিযোগ উঠল স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। ব্যস্ত রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ ধরে পড়ে রইল সেই দেহ। এই ঘটনার পালটা অভিযুক্ত ব্যবসায়ীর উপর চড়াও হল উত্তেজিত জনতা। গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছে ওই অভিযুক্তের। শুক্রবার সকালে ভয়াবহ এই ঘটনা ঘটেছে বিহারের অরারিয়া জেলার ফরবেশগঞ্জের সুভাষচক বাজারে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ ওই বাজার এলাকায় এক পিকআপ ভ্যান চালকের সঙ্গে বচসা হয় স্থানীয় এক ছাতু ব্যবসায়ীর। অভিযোগ, বচসার জেরে রাগের মাথায় আলি হুসেন নামে ৪২ বছরের ওই যুবককে খুন করে ওই ব্যবসায়ী। এরপর ওই যুবকের মাথা কেটে বাজারের মধ্যে ফেলে রাখে অভিযুক্ত। দীর্ঘক্ষণ ব্যস্ত রাস্তার উপর পড়ে থাকে ওই মৃতদেহ। গোটা ঘটনায় ক্ষুব্ধ জনতা এরপর চড়াও হয় অভিযুক্ত ওই ছাতু ব্যবসায়ী রবি চৌহানের (৩০) উপর। নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর এলাকারই এক বাড়িতে লুকিয়ে ছিল অভিযুক্ত। জানা যাচ্ছে, অভিযুক্ত হত্যাকারী রাজুর খোঁজ পেতেই তাঁর উপর চড়াও হয় জনতা। রাজুকে ওই বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনা হয়। এরপর শুরু হয় বেধড়ক মার। লাঠি-বাঁশ দিয়ে তাঁকে ব্যাপক মারধোর করে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। মারের চোটে মৃত্যু হয় তাঁর। সাতসকালে পরপর দুটি হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে তৎপর হয় পুলিশ। বিরাট পুলিশবাহিনী সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র কুমার। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, এদিন সকালে ওই ছাতু বিক্রেতা রবির সঙ্গে কোনও বিষয়ে রসিকতা করেছিলেন পিক আপ ভ্যানের চালক। তাতেই বচসা শুরু হয়েছিল দু’জনের। অল্প সময়ের মধ্যেই গুরুতর আকার নেয়। রাগের চোটে পকেট থেকে ছুরি বের করে আলি হুসেনের মুণ্ডচ্ছেদ করে রবি। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পর রবিকে ধরে বেধড়ক মারধোর করে জনতা যার জেরে মৃত্যু হয় রবির। গোটা ঘটনায় ওই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। নতুন করে কোনওরকম অশান্তি যাতে না ছড়ায় তার জন্য এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

# যুদ্ধের অভিমুখ এখন লেবানন ! ইজরায়েলের হানায় নিহত ২৫০, ইরানে যুদ্ধবিরতির পরেও কেন সংঘর্ষ অব্যাহত পশ্চিম এশিয়ায়

**নয়াদিল্লি ঃ** আমেরিকা-ইরানের মধ্যে দু’সপ্তাহ যুদ্ধবিরতি হলেও পশ্চিম এশিয়ায় অস্থিরতা বন্ধ হচ্ছে না। পশ্চিম এশিয়ার অপর প্রান্তে, লেবাননে একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েল। যার জেরে আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যে সমঝোতা শেষ পর্যন্ত টিকবে কি না, তা নিয়েও সংশয় দানা বাঁধতে শুরু করেছে।ইজরায়েলি হানায় গত ২৪ ঘণ্টায় লেবাননে ২৫০-এর বেশি নিহত হয়েছেন। জখম হয়েছেন হাজারের বেশি। সবচেয়ে বেশি হতাহতের খবর মিলেছে লেবাননের রাজধানী বেইরুটে। এই হামলার প্রতিবাদে হরমুজ প্রণালী ফের ‘অবরুদ্ধ’ করে দিয়েছে ইরান। তা নিয়ে বিপাকে পড়েছে আমেরিকাও। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ অবিলম্বে খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফিরবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এত দিন ইরান এবং উপসাগরীয় অঞ্চলই ছিল সংঘর্ষের কেন্দ্রবিন্দু। এখন সেই কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে লেবানন। কেন? পশ্চিম এশিয়ার এই দেশটিতে দীর্ঘ দিন ধরে সক্রিয় ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লা, বিশেষ করে লেবাননের দক্ষিণ প্রান্তে। ইরান-ইজরায়েল উত্তেজনা তীব্র হওয়ার আগেই এই সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে ইজরায়েলের যুদ্ধ চলছে। ২০২৩ সালে হামাস গোষ্ঠীর উপর ইজরায়েলের হামলার পর থেকেই হিজবুল্লার সঙ্গেও সংঘর্ষ শুরু হয় তেল আভিভের। ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল এবং আমেরিকার সংঘাত শুরু হওয়ার পর হিজবুল্লা গোষ্ঠী এবং ইজরায়েলের সংঘর্ষ আরও বৃদ্ধি পায়।এখন ইরানের সঙ্গে আমেরিকার শান্তি সমঝোতা হলেও লেবাননে হামলা বন্ধ করছে না ইজরায়েল। তা হলে কি শান্তি সমঝোতার মধ্যে লেবানন-প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত ছিল না? এই নিয়েই এক এক পক্ষ এক এক কথা বলছে। তেহরানের দাবি, যুদ্ধবিরতির শর্তে লেবাননের কথাও বলা হয়েছিল। ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির দাবি, যুদ্ধবিরতির শর্তগুলির মধ্যে লেবানন সংঘর্ষে ইতি টানার কথাও বলা হয়েছিল। তবে আমেরিকা এবং ইজরায়েলের দাবি, লেবানন এই চুক্তির অংশ ছিল না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু উভয়েরই দাবি, যুদ্ধবিরতির এই প্রস্তাব লেবাননের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।আমেরিকা এবং ইরানের মধ্যে সংঘর্ষ থামানোর জন্য মধ্যস্থতা চালিয়ে যাচ্ছিল পাকিস্তান। ওয়াশিংটন এবং তেহরান উভয়েই স্বীকার করেছে পাকিস্তানের মধ্যস্থতার কথা। সেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফও দাবি করেছেন, যুদ্ধবিরতির মূল বিষয়গুলির মধ্যে লেবাননের প্রসঙ্গও ছিল। সমাজমাধ্যম পোস্টে তিনি দাবি করেন, লেবানন-সহ সর্বত্র অবিলম্বে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে আমেরিকা এবং ইরান।

এই পরিস্থিতিতে ইরানের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধবিরতি কত দূর স্থায়ী হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ইরানের বিদেশমন্ত্রী দাবি করেছেন, যুদ্ধবিরতির শর্ত হিসাবে অবিলম্বে লেবাননে হামলা বন্ধ করতে হবে। জানা যাচ্ছে, লেবাননে হামলার প্রতিবাদেই হরমুজ ফের বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইরান। তবে হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট ইতিমধ্যে তা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, হরমুজ পুনরায় বন্ধ করার সিদ্ধান্ত কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

এরই মধ্যে জানা যাচ্ছে, যুদ্ধবিরতির শর্ত এবং নির্দিষ্ট কিছু বিষয় নিয়ে আমেরিকা এবং ইজরায়েলের মধ্যে পর্যাপ্ত আলোচনা হয়নি। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানাচ্ছে, যুদ্ধবিরতির বিষয়ে খুব দেরিতে জানানো হয়েছিল তেল আভিভকে। তা নিয়ে ইজরায়েল কিছুটা অসন্তুষ্ট ছিল। সূত্রকে উদ্ধৃত করে ওই প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, যুদ্ধবিরতির বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার একেবারে শেষ পর্যায়ে তা জানানো হয়েছিল ইজরায়েলকে। হোয়াইট হাউসের এক আধিকারিক ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে জানান, যুদ্ধবিরতি ঘোষণার কিছুক্ষণ আগেই নেতানিয়াহুকে ফোন করেছিলেন ট্রাম্প।

## আয়বহির্ভূত সম্পত্তি: অন্ধ্রপ্রদেশে সরকারি কর্তার কয়েক কোটির সম্পত্তি উদ্ধার !

**নয়াদিল্লি ঃ** আয়বহির্ভূত সম্পত্তির মামলায় অন্ধ্রপ্রদেশে এক সরকারি কর্তাকে গ্রেফতার করল রাজ্যের দুর্নীতিদমন শাখা (এসিবি)। জানা গিয়েছে, রাজ্যের এনডাওমেন্ট দফতরের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার কালিঙ্গিরি সাঁথিকে গত ৭ এপ্রিল বিজয়ওয়াড়ায় তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে এসিবি। দীর্ঘ দিন ধরেই কালিঙ্গিরির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছিল। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার কালিঙ্গিরির বেশ কয়েকটি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযানে যান দুর্নীতিদমন শাখার আধিকারিকেরা। বিজয়ওয়াড়ায় ওই সরকারি কর্তার ফ্ল্যাট, তাঁর মায়ের মালিকানাধীন পোশাকের দোকান, কালিঙ্গিরির পৈতৃক বাড়ি এবং তাঁর বোনের বাড়িতেও তল্লাশি চালায় এসিবি। এ ছাড়াও বিশাখাপত্তনমে আরও কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছেন এসিবি আধিকারিকেরা।

এসিবি সূত্রে খবর, গত দু’দিন ধরে চলা তল্লাশি অভিযানে কালিঙ্গিরির কয়েক কোটি টাকার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির হদিস মিলেছে। বিশাখাপত্তনমে একটি ফ্ল্যাট এবং বিজয়ওয়াড়ার আরও একটি ফ্ল্যাট থেকে নগদ কয়েক লক্ষ টাকা, সোনা এবং রুপোর গয়না, বেশ কিছু সম্পত্তির নথি উদ্ধার হয়েছে। এ ছাড়াও কালিঙ্গির কয়েকটি ঠিকানা থেকে বেশ কয়েকটি দামি গাড়ি, বাইকও বাজেয়াপ্ত করেছে এসিবি। তবে তদন্তকারীরা মনে করছেন, সম্পত্তির এখানেই শেষ নয়। বেনামে আরও সম্পত্তি রয়েছে সরকারি কর্তার। সেই সম্পত্তির খোঁজ চলছে।

# ত্রিপুরায় উদ্যোক্তাদের উদ্বেগ,নীরব কর্তৃপক্ষ !

**খবরে প্রতিবাদ,৯ এপ্রিল ঃ** উদ্যোক্তা নিয়ে অনেক গল্পই শোনা যায়। বাস্তবে উদ্যোক্তারা কেমন আছে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সময়োপযোগী পদক্ষেপের অভাব রয়েছে। কারণ তাদেরকে সময়ের সঙ্গে সহায়তা করা ।কারণ কয়েকটি বিষয় নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণও আছে। ঋণের বিষয় অন্যতম। আবার সহায়ক প্রকল্পের টাকা ব্যাঙ্ক হয়ে আসতে দীর্ঘদিন অপেক্ষায় থেকে হতাশ হয়ে পড়েন। কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে আলোচনায় উঠে এসেছে সময়ের সঙ্গে সময়ের কাজটা করা ।কিন্তু কেন এতটা দেরি হয় সহায়তা পেতে ?ত্রিপুরায় এসএলবিসি কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতে, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং নির্ধারিত সময়সীমা মেনে চলতে এসএলবিসির কাঠামোর মধ্যেই এই বিষয়টি নিয়ে জরুরি আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করা হলে এই প্রক্রিয়াকে সুগম করতে এবং এ ধরনের বিলম্ব রোধ করতে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ।ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের পিএইচডি গবেষক এবং 'ষোড়শ অর্থ কমিশন' সংক্রান্ত গবেষণার সহযোগী গবেষক কিরণ ভৌমিক জোর দিয়ে বলেছেন যে, রাজ্যের 'এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা' ভিশন বা লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার-প্রযোজিত বিভিন্ন প্রকল্পের সময়োপযোগী বাস্তবায়ন অপরিহার্য। তিনি উল্লেখ করেন যে, আর্থিক সহায়তা প্রদানে বিলম্ব হলে উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে গৃহীত নীতিগত উদ্যোগগুলোর কার্যকারিতা বা প্রভাব অনেকটাই হ্রাস পাওয়ার ঝুঁকি থাকে।'ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট' বা নাবার্ড আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমের ওপর সক্রিয় নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে; বিশেষজ্ঞদের অভিমত, নজরদারি ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হলে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সৃষ্ট এ ধরনের প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা সম্ভব হতে পারে। বিভিন্ন প্রকল্পের পরিধি সম্প্রসারণ এবং তৃণমূল পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে দ্রুত ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে ।উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রসারে ত্রিপুরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করলেও, নীতিগত উদ্দেশ্য এবং সেগুলোর বাস্তবায়নের মধ্যকার ব্যবধান দূর করা এখনো একটি মূল চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। এই কাঠামোগত বিলম্বগুলো নিরসন করা হলে তা কেবল বিনিয়োগকারীদের আস্থাই বৃদ্ধি করবে না, বরং 'বিকশিত ভারত' গড়ার বৃহত্তর জাতীয় রূপকল্প বাস্তবায়নেও অর্থবহ অবদান রাখবে ।সুবিধাভোগীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঋণ বিতরণে ধারাবাহিক বিলম্ব ত্রিপুরায় উদ্যোক্তাদের জন্য, বিশেষ করে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প খাতে কর্মরতদের জন্য, একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং ঋণের আনুষ্ঠানিক অনুমোদনপত্র হাতে পাওয়া সত্ত্বেও, অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোক্তা সময়মতো আর্থিক সহায়তা পেতে হিমশিম খাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে; যা তাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলোকে ব্যাহত করছে এবং রাজ্যে ব্যাংকিং পরিষেবার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে ।উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সুবিধাভোগী ত্রিপুরা সরকারের শিল্প দপ্তরের অধীনস্থ 'সোসাইটি ফর এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট'এর আয়োজিত 'উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি'তে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই কর্মসূচিগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যাতে অংশগ্রহণকারীরা শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। তবে, ঋণের অনুমোদন পাওয়ার পরেও ব্যাংকগুলোর ঋণ বিতরণে পদ্ধতিগত বিলম্বের কারণে এই প্রশিক্ষণের সুফল অনেকটাই ম্লান হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে ।উদ্যোক্তাদের অভিযোগ, ঋণের প্রবাহে এই স্থবিরতার কারণে তারা তাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠান চালু বা সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য অপরিহার্য উপকরণ সংগ্রহ করতে পারছেন না। কৃষি-সম্পর্কিত মূল্য সংযোজন কার্যক্রমে যুক্ত উদ্যোক্তাদের জন্য এই সমস্যাটি বিশেষভাবে সংকটপূর্ণ, কারণ এই ক্ষেত্রে সময়ের সঠিক ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঋণের বিলম্ব কেবল উৎপাদন চক্রকেই ব্যাহত করে না, বরং আর্থিক চাপের সৃষ্টি করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে ঋণের হিসাবগুলোকে 'অনুপাদনশীল সম্পদ'র তালিকায় ঠেলে দেয় ।এই সমস্যাটি 'রাজ্য স্তরের ব্যাংকার্স কমিটি' বা এসএলবিসির কার্যপদ্ধতির দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অনেকেই।

# ছাদের ওপর সূর্য, ঘরে আলো পাচ্ছেন ভোক্তা

আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। ঘরের ছাদেই বিদ্যুৎ উৎপাদন! তা-ও গোটা বাড়ির আলোর ব্যবস্থা ।এযেন পারিবারিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র! ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই ২,৯৩৩ জন গ্রাহক নিজেদের বাড়ির ছাদ, টিনের চাল কিংবা উঠোনকে ছোট ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পরিণত করেছেন। এই উদ্যোগ মিলিয়ে মোট উৎপাদন ১০ মেগাওয়াট পেরিয়েছে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়১৮ হাজারের বেশি মানুষ ইতিমধ্যে এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করেছেন, যা ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকেই ইঙ্গিত করছে ।এটাও ঘটনা যে কখনও বিদ্যুৎ মানেই ছিল দূরের কোনও বড় প্ল্যান্ট, বিশাল যন্ত্রপাতি আর অনিশ্চয়তার ছায়া। কিন্তু ছবিটা বদলাচ্ছে দ্রুত। এখন শক্তির উৎস উঠে এসেছে মানুষের নিজের বাড়ির ছাদে। আর সেই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় প্রমাণরাজ্যে পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনার মাধ্যমে ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সীমা অতিক্রম। সংখ্যাটা শুধু একটি পরিসংখ্যান নয়, বরং একটি দৃষ্টিভঙ্গির বদল। এই সাফল্য দেখিয়ে দিয়েছে, বিদ্যুৎ উৎপাদন আর কেবল নিগম কিংবা সরকারের একার কাজ নয়এটি এখন সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে গড়ে ওঠা এক সম্মিলিত শক্তি আন্দোলন ।বিদ্যুৎ সচিব অভিষেক সিং, আইএএস এই সাফল্যকে আরও বড় লক্ষ্য পূরণের প্রথম ধাপ হিসেবে দেখছেন। তিনি জানান, এই প্রকল্পকে এখন 'মিশন মোডে' এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। লক্ষ্য পরিষ্কারপ্রতিটি জেলায়, প্রতিটি মহল্লায়, যত বেশি সম্ভব বাড়িকে সৌর বিদ্যুতের আওতায় আনা। তাঁর মতে, ১০ মেগাওয়াট কেবল শুরু। সামনে ৫০ মেগাওয়াটের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, এবং আমরা সেই লক্ষ্য অর্জনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ।বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ এই সাফল্যকে রাজ্যের শক্তি ইতিহাসে টার্নিং পয়েন্ট বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথায়, প্রাকৃতিক গ্যাসের সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা বিকল্প শক্তির দিকে যে অগ্রগতি করেছি, তা শুধু একটি প্রকল্পের সাফল্য নয়এটি রাজ্যের আত্মনির্ভরতার পথচলার শুরু। তিনি বিদ্যুৎ নিগমের প্রকৌশলী থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি সেই সমস্ত গ্রাহকদেরও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, যারা নিজেদের উদ্যোগে এই পরিবর্তনের অংশীদার হয়েছেন। এখানেই থেমে নেই বার্তা। মন্ত্রী সরাসরি রাজ্যের সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেনআপনার ছাদ খালি পড়ে থাকলে সেটিকে শক্তির উৎসে পরিণত করুন। বিদ্যুৎ বিল শূন্যে নামানোর পাশাপাশি নিজেরাই বিদ্যুৎ উৎপাদক হয়ে উঠুন ।এই যোজনার বাস্তব চিত্র আরও আকর্ষণীয়। ইতিমধ্যেই হাজার হাজার পরিবার তাদের মাসিক বিদ্যুৎ বিল শূন্যে নামিয়ে এনেছেন। শুধু তাই নয়, অনেকেই অতিরিক্ত উৎপাদিত বিদ্যুৎ গ্রিডে বিক্রি করে বাড়তি আয়ের পথও খুলে ফেলেছেন। অর্থাৎ, বিদ্যুৎ এখন আর শুধু খরচের খাতা নয়এটি আয়ের উৎসও হয়ে উঠছে ।একটি ১ কিলো ওয়াটের সোলার প্ল্যান্ট মাসে প্রায় ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে, যা একটি সাধারণ পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট। সরকারি ভর্তুকি থাকায় প্রাথমিক খরচও অনেকটাই কমে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ২,৩৯৭ জন গ্রাহক ভর্তুকি পেয়েছেন, যার মোট পরিমাণ ২০ কোটিরও বেশি টাকা ।জেলা ভিত্তিক চিত্রে দেখা যাচ্ছে, আগরতলা শহর এই উদ্যোগে এগিয়ে। বিদ্যুৎ নিগমের ১ নম্বর সার্কেলে একাই ১,৬৭১ জন গ্রাহক যুক্ত হয়েছেন। পশ্চিম জেলায় বিদ্যুৎ নিগমের দুই নং সার্কেলে মোট ১৮৬ জন, গোমতি জেলায় ২৪২ জন, দক্ষিণ জেলায় অর্থাৎ বিলোনিয়া সার্কেলে ২৬১ জন, সিপাহীজলা জেলায় ১৫৫ জন, উত্তর ত্রিপুরা তথা ধর্মনগর সার্কেলে ৮৮ জন, ধলাই জেলায় ৯০ জন, খোয়াই জেলায় ৮৯ জন এবং ঊনকোটি জেলায় মোট ১২১ জন বিদ্যুৎ গ্রাহক এই যোজনায় বাড়িতে সূর্যালোকের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছেন। জেলা গুলোতে ধীরে ধীরে বাড়ছে অংশগ্রহণ, যা এই প্রকল্পের বিস্তারের স্পষ্ট ইঙ্গিত ।প্রকল্পের প্রসারে প্রশাসনও মাঠে নেমেছে। বিভিন্ন বিদ্যুৎ সাব-ডিভিশনে বিশেষ শিবিরের মাধ্যমে নাম নথিভুক্তকরণ চলছে ।আগরতলায় বিদ্যুৎ নিগমের কর্পোরেট অফিসে খোলা হয়েছে কন্টোল রুম, যেখানে সরাসরি তথ্য ও রেজিস্ট্রেশনের সুবিধা মিলছে। সব মিলিয়ে, রাজ্যের বিদ্যুৎ খাতে যা ঘটছে, তাকে নিছক উন্নয়ন বললে কম বলা হয়। এটি এক ধরনের নীরব বিপ্লব যেখানে প্রতিটি বাড়ি একটি সম্ভাব্য পাওয়ার স্টেশন, প্রতিটি পরিবার একটি শক্তির উৎস ।এই পরিবর্তনের কেন্দ্রে রয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ এবং বিদ্যুৎ সচিব অভিষেক সিং আইএএস এবং নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু, যাদের নেতৃত্বে প্রকল্পটি প্রশাসনিক সীমানা ছাড়িয়ে মানুষের জীবনের অংশ হয়ে উঠছে ।শেষ কথা একটাইসূর্য তো প্রতিদিনই উঠছে। আপনি কি সেই আলোকে শুধু রোদ হিসাবে দেখেই যাবেন, নাকি সেটাকে নিজের শক্তিতে রূপান্তর করবেন, সিদ্ধান্ত আপনার।

## পাম তেল চাষ : বাগানে সাথী ফসল তিল ও ভুট্টা

**খবরে প্রতিবাদ,৯ এপ্রিল ঃ** দারুণ উদ্যোগ ।একদিকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন বাস্তবায়ন। তার পাশাপাশি এখনই রোজগার করা। ত্রিপুরার পশ্চিম জেলার লেফুঙ্গা কৃষি মহাকুমায় পাম তেল চাষ সম্প্রসারণে মাঠপর্যায়ে তৎপরতা শুরু করেছে জাতীয় ভোজ্য তেল মিশন। স্টেট কনসালটেন্ট ড রাজীব ঘোষ পাম তেল নার্সারি পরিদর্শনের পাশাপাশি কৃষকদের বাগান ঘুরে দেখেন এবং তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি লেফুঙ্গা মহাকুমার শম্ভুরাম ভিসি এবং ভগবান চৌধুরী ভিসি এলাকার দুটি পাম বাগান পরিদর্শন করেন।তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তত্ত্বাবধায়ক অসীম দেববর্মা, বিদ্যা দেববর্মা, সেক্টর অফিসার সুলোচনা রিয়াং এবং অন্যান্য আধিকারিকরা।পরিদর্শনকালে দেখা যায়, শম্ভুরাম ভিসির পাম গাছগুলির বয়স প্রায় ছয় মাস। অন্যদিকে ভগবান চৌধুরী পাড়ার কৃষক দীপালী দেববর্মা প্রায় দুই হেক্টর জমিতে পাম বাগান গড়ে তুলেছেন। তিনি অন্তর্বর্তীকালীন ফসল হিসেবে কিউ ও কুইন জাতের আনারস, অরহর ডাল, বাদাম ও তিল চাষ করছেন। একইভাবে কৃষক জগৎ চন্দ্র দেববর্মাও বরবটি, ডাল, বাদাম, ভুট্টা, লঙ্কা ও বেগুনসহ বিভিন্ন সাথী ফসল চাষ করছেন।এছাড়াও সরকারি সহায়তায় মাছ চাষের জন্য পুকুর খনন এবং প্রাণী পালনের জন্য মুরগি ও শুকর সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে পাম গাছ থেকে ফলন শুরু হওয়ার আগেই অন্তর্বর্তীকালীন ফসল থেকে কৃষকরা আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছেন। পিএম কুসুম প্রকল্প দেওয়া হয়েছে জল সেঁচে সুবিধার জন্য।পরিদর্শনকালে ড রাজীব ঘোষ জানান, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে এই প্রকল্প অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।উল্লেখ্য, লেফুঙ্গা কৃষি মহাকুমায় ইতিমধ্যে ৩৭ হেক্টর জমিতে পাম তেল চাষ করা হয়েছে এবং ১৭ জন কৃষক এই চাষের আওতায় এসেছেন। এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে এলাকার কৃষি অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

# নির্বাচনী টহলে বেড়িয়ে বোধজংনগরে ৫০ বোতল এসকফ সহ ৩ জন আটক !

**খবরে প্রতিবাদ,৯ এপ্রিল ঃ** বিধানসভা নির্বাচনের আগে কঠোর নজরদারির অংশ হিসেবে গভীর রাতে টহল চলাকালীন বড়সড় সাফল্য পেল বোধজংনগর থানার পুলিশ। রাজচন্তা এলাকার রামচন্দ্র এডিসি ভিলেজের দফিদার বাজার সংলগ্ন এলাকায় সন্দেহভাজন একটি অটো আটক করে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ অবৈধ নেশা সামগ্রী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে সাব-ইন্সপেক্টর কমলাকান্ত জমাতিয়া ও তার সঙ্গীরা নিয়মিত টহল দিচ্ছিলেন। সেই সময় একটি অটোকে সন্দেহজনকভাবে চলাচল করতে দেখে সেটিকে থামানো হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অটোর যাত্রীরা নিজেদের কাছে নিষিদ্ধ মাদক থাকার কথা স্বীকার করে। তবে রাত বেশি হওয়ায় এবং তল্লাশির সময় কোনো স্বতন্ত্র সাক্ষী উপস্থিত না থাকায় পুলিশ গোটা এলাকা ঘিরে রাখে। পরদিন



সকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের উপস্থিতিতে পুনরায় তল্লাশি চালানো হলে অটো থেকে ৫০ বোতল এসকফ কাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা। এই ঘটনায় মোট তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন বিহারের পাটনা শহরের বাসিন্দাসিদ্ধার্থ রাজ ও পূজা দেবী। আটক তৃতীয় ব্যক্তি অটোর চালক, যার বাড়ি আগরতলায়। আটক অটোর নম্বরটট্র ০১ ছ ২৯৭২। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ঘটনাস্থলে দুটি গাড়ি ছিল। যদিও পুলিশ জানায়, অন্য গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে কোনো অবৈধ সামগ্রী না পাওয়ায় সেটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের এই সাফল্য নির্বাচনের আগে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্ত চলছে, এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

# ২৮ আসনে ভোট প্রচার নজির গড়লেন মুখ্যমন্ত্রী

**খবরে প্রতিবাদ,৯ এপ্রিল ঃ** ২৮শে ২৮ বলছেন, আবার ২৮টি আসনেই ভোট প্রচারকে টার্গেট নিয়েছেন ।সরব প্রচারের এসময়ে ২৮টি আসনে প্রার্থীদের সমর্থনে সমাবেশ মিছিল রোড শো''য়ে শামিল হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। সুর চড়ালেন বরাবরের মতোই। তিনি বলেছেন ত্রিপুরা জনজাতি অঞ্চল স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদে বা এডিসি লুট ও দুর্নীতির রাজত্ব চলছে। তিনি তিপ্রা মথা পার্টির কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি একমাত্র পার্টি যারা জনজাতিদের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে ।রোড শো উপলক্ষে আয়োজিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, তিপ্রা মথার নেতৃত্বাধীন এডিসি প্রশাসনকে বিভিন্ন সময়ে অনেক অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হলেও তারা কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম দিন থেকেই আমরা মাঠে রয়েছি এবং ২৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকে কাজ করছি। শুধু তাই নয়, ঘোষণার তিন মাস আগে থেকে আমরা জনজাতি এলাকায় কাজ করছি ।আমরা জানি যে বিজেপি টিটিএএডিসি ২০২৬ নির্বাচনে একাই লড়বে, কারণ এডিসিতে যেভাবে লুটপাট ও দুর্নীতির রাজত্ব চলছে। জনগণ তাদের সুযোগ দিলেও তারা জনগণের জন্য কাজ করেনি। আমি স্মোক হাউজের কিছু রুম পরিদর্শন করেছি, যেগুলোর সত্যিই খুব করুণ অবস্থা। আমরা তাদের তহবিল দিয়েছি, হাসপাতালের জন্য ৩৫ কোটি টাকা, তারপর বাজেট ছাড়াও ১০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আরো ৩০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন কাজ দেখতে পাই নি ।সরব প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে মানুষ বুঝতে পেরেছে যে এমন সরকার এবং তার আগে সিপিএম, কংগ্রেস ছিল এবং মানুষ তাদের পরীক্ষা করেছে। শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিই স্বচ্ছতার সাথে সরকার চালাতে পারে এবং জনগণ তা বুঝতে পেরেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জনজাতিদের উন্নয়নে সর্বদা আন্তরিক। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন টিএমপি মানে তিপরা মারপিট পার্টি। এরা মারপিট ছাড়া কিছুই বোঝে না, রাজনীতির সংজ্ঞাই বদলে দিয়েছে। এখন আবার কোন কোন জায়গায় গুলিও ছুঁড়ছে ।তিনি বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি গনতন্ত্র মেনে চলে, হিংসায় বিশ্বাস করে না। এরাজ্যে টিএমপি এবং পশ্চিমবাংলায় টিএমসি একই কায়দায় মানুষকে দাপিয়ে রাখার রাজনীতি করছে ।হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, হুমকি ধমকিতে ভারতীয় জনতা পার্টি ভয় পায় না। কারণ এই দলের অভিভাবকের নাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ।আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, আগামীদিনে এডিসিতে ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার হচ্ছেই, কেউ তা আটকাতে পারবে না। আর বিজেপির সরকার গঠন হলে সকল প্রকার কেলেংকারীর হিসাব নেওয়া হবে ।আগামী ১২ এপ্রিল বিজেপিকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহবান জানান মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, এডিসি নির্বাচনের দিনতারিখ ঘোষণার আগেই প্রচার শুরু করেছিলেন সরকার প্রধান। একের পর এক এডিসি নির্বাচনী কেন্দ্রে জড়ো প্রচার করে রাজনৈতিকভাবেও চমক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডা মানিক সাহা।

## সিপাই হাওর বাজার এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির ও গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

**খবরে প্রতিবাদ,৯ এপ্রিল ঃ** খোয়াই জেলার চাম্পা হাওর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত সিপাই হাওর বাজার এলাকায় আজ একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য শিবিরে এলাকার মোট ৫২ জন রোগীকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয় ।শিবিরে আগত রোগীদের মধ্যে ৩ জন জ্বরে আক্রান্ত, ৯ জন তীব্র শ্বাসযন্ত্রজনিত সংক্রমণ (স্তুজ্জ), ২ জন ডায়াবেটিস, ৬ জন উচ্চ রক্তচাপ (হ্বঞ্জ) এবং ৮ জন চর্মরোগে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হন। এছাড়াও মোট ১০ জনের ম্যালেরিয়া পরীক্ষার জন্য এমপি টেস্ট করা হয় এবং সকলের রিপোর্ট নেগেটিভ পাওয়া যায়। শিবিরে মোট ১৬ জনের র‍্যান্ডম ব্লাড সুগার (ট্রঙ্কচ্ছ) পরীক্ষা করা হয়, যার মধ্যে ২ জন ডায়াবেটিস রোগী শনাক্ত হন। শনাক্ত রোগীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন চাম্পা হাওর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ কাজল ঘোষ, মাল্টি পারপাস ওয়ার্কার রাজেস দেববর্মা, ল্যাব টেকনিশিয়ান নয়ন মিঞা, মাল্টি টাস্কিং স্টাফ মুন্না বর্মন, রোনাল দেববর্মা সহ স্থানীয় আশাকর্মী গণ। শিবির চলাকালীন রোগীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়াও আজ প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান কর্মসূচির অধীনে মোট ১২ জন গর্ভবতী মহিলার প্রাক-প্রসবকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ডাঃ কাজল ঘোষ। পরীক্ষার পর তাঁদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

# ১৩ ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ান এনসিসি'র কম্বাইন্ড বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু



**খবরে প্রতিবাদ,৯ এপ্রিল ঃ** ১৩ ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ান এনসিসি'র উদ্যোগে আজ থেকে শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে এনসিসি ক্যাডেটদের নিয়ে কম্বাইন্ড বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। চলবে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত। এই শিবিরে ত্রিপুরা ও আসাম থেকে মোট ৪৭২ জন এনসিসি ক্যাডেট অংশ নিয়েছে। এরমধ্যে বালক বিভাগে এনসিসি ক্যাডেট রয়েছে ২৪০ জন। বালিকা বিভাগে এনসিসি ক্যাডেট রয়েছে ২৩২ জন। আজ এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ১৩ ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ান এনসিসি'র কর্ণেল (কমান্ডিং অফিসার) এন এস বাথ এনসিসি ক্যাডেটদের দেশ মাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বড় হবার জন্য স্বপ্ন দেখতে হবে। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে এই শিবিরে যা শেখানো হবে তা সততা ও নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, নিজেকে কখনো দুর্বল ভাবলে চলবে না। সব সময় লক্ষ্যে অবিচল থাকতে হবে। লক্ষ্য পূরণে রুটিন, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে হবে। তিনি বলেন, দেশের জন্য যে সকল বীর সেনানী জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের স্মরণ করতে হবে ।তিনি বলেন, এই শিবির থেকে আসাম ও ত্রিপুরার মোট ২৭ জন ক্যাডেট এনসিসি ক্যাডেটকে সিলেক্ট করা হবে। এই ২৭ জন শিলচরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। এই শিবিরে এনসিসি ক্যাডেটদের পিটি, যোগা, ম্যাপ রিডিং, ফায়ারিং, ড্রিল, সমাজ সেবা, ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক চর্চা, নিয়মানুবর্তিতা, ড্রাগের অপব্যবহার, বেসিক মিলিটারি ট্রেনিং, বিতর্ক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বিশেষজ্ঞগণ সাইবার অপরাধ, পক্সো আইন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সচেতনতা, কিক বক্সিং, অগ্নি নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেবেন। আসাম রাইফেলসের জওয়ানগণ অস্ত্র প্রদর্শন করবেন। ১৪-এপ্রিল ক্যাডেটগণ খয়েরপুরস্থিত টিএসআর ক্যাম্পে ফায়ারিং-এ অংশ নেবে। এছাড়া ক্যাডেটদের উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, এলবার্ট এক্কা পার্ক, হেরিটেজ পার্ক ও আখাউড়া চেকপোস্ট পরিদর্শন করানো হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর দেশের সুরক্ষায় নিবেদিত জওয়ানদের কর্ম প্রণালী বিষয়ে তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কর্ণেল রোশন জামির, সুবেদার মেজর ডি সিং প্রমুখ।

# মুখ্যমন্ত্রীর সভার আগে বিশ্রামগঞ্জে উত্তেজনা, 'গো-ব্যাক' স্লোগানে সরগরম এলাকা

**খবরেপ্রতিবাদ,৯ এপ্রিল ঃ** মুখ্যমন্ত্রীর জনসভাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার বিশ্রামগঞ্জে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সভার প্রাকমুহূর্তে তিপ্রা মথার ডাকা মিছিলকে ঘিরে 'গো-ব্যাক' স্লোগানে সরগরম হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। জানা যায়, বিশ্রামগঞ্জ বাজারে ফায়ার সার্ভিস অফিস সংলগ্ন জাতীয় সড়কে তিপ্রা মথার একটি মিছিল বের হলে সিপাহীজলা জেলার পুলিশ তা আটকে দেয় এবং পরে মিছিলটি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন জেলার পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা ।এদিন বিশ্রামগঞ্জ মোটরস্ট্যান্ডে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ১৯ নম্বর আমতলী-গোলাঘাটি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কানুরাজ দেববর্মার সমর্থনে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ।এই সময় তিপ্রা মথার প্রার্থী বুদ্ধকুমার দেববর্মা কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সভাস্থলের সামনে দিয়ে একটি মিছিল করেন। পরে মিছিলটি পুনরায় মোটরস্ট্যান্ডের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী তা প্রতিহত করে এবং মিছিলটি ঘুরিয়ে দেয়। এ নিয়ে তিপ্রা মথা প্রার্থী ও কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের বাগবিতণ্ডা তৈরি হয় ।পরিস্থিতির মধ্যে মথা সমর্থকরা মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে 'গো-ব্যাক' স্লোগান দিতে থাকেন, ফলে এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তবে পুলিশের তৎপরতায় দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং অল্পের জন্য বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়।

## ধর্মনগর উপনির্বাচনে অশান্তির ছায়াকংগ্রেস প্রার্থীর সাক্ষাৎকার চলাকালীন বিশৃঙ্খলা, সাংবাদিকদের কাজে বাধা অভিযোগ

**খবরে প্রতিবাদ,৯ এপ্রিল ঃ** ধর্মনগর উপনির্বাচনকে ঘিরে ভোটের দিনেই তৈরি হল উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি। ৫৬/২৪ নম্বর ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চন্দ্রপুর কৃষি দপ্তরের উপ-অধিকর্তার কার্যালয়ে স্থাপিত ভোটকেন্দ্রে এই ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে, কংগ্রেস প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্য্যের সাক্ষাৎকার গ্রহণ চলাকালীন হঠাৎই পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকরা অভিযোগ করেন, তাদের সংবাদ সংগ্রহের কাজে বাধা দেওয়া হয় এবং একপ্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। সূত্রের খবর, কিছু ব্যক্তি ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পরও নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত ১০০ মিটার দূরত্ব বজায় রাখার নিয়ম ভঙ্গ করে ভোটকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছিলেন। অভিযোগ, তারাই সাংবাদিকদের কাজে হস্তক্ষেপ করেন এবং পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তোলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এক সময় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, যদিও পরবর্তীতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। নির্বাচন চলাকালীন এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে নিরাপত্তা ও নিয়ম পালনের উপর।

**সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক** - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
**Printed by** Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
**Published at :** East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751